

রাজনীতির নামে চলছে চর দখলের লড়াই

মাহবুব আশ্ফিদ

৩১-১২-০৬

মুক্তমনা'র নিয়মিত লেখক এবং ত্রিফ্ল্যান্সার সাংবাদিক নুরঞ্জামান মানিকের বক্তব্য ধরেই বলতে হয় "এতো বিস্মিত হওয়ার কী আছে? " সত্যিই তো। বিস্মিত হওয়ার কিংবা হা-হুতাশ করার কিছু নেই। কথা হলো, কারা এতো বিস্মিত হচ্ছে বা বিস্মিত হওয়ার ভান করছে। বছরের শেষসময়ে এসে, নির্বাচনের আগমুহূর্তে আওয়ামীলীগের সাথে খেলাফত মজলিসের নির্বাচনী সমঝোতা স্মারক (বা চুক্তি) নিয়ে সারাদেশে এলাহী কারবার শুরু হয়ে গেছে। পত্র-পত্রিকায়, টিভি মিডিয়ায় যেদিকে তাকাই, সেদিকেই হৈ হৈ কাভ, রৈ রৈ ব্যাপার। মনে হচ্ছে, আওয়ামী লীগ একেবারে হঠাৎ করে (কাউকে কিছু না জানিয়ে) একদম ইউ টার্ন নিয়ে তার ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করে খেলাফত মজলিস নামক ছাপোষা মৌলবাদী রাজনৈতিকদলের সাথে এই নির্বাচনী সমঝোতা করে ফেলেছে? আওয়ামীলীগের এই ধরনের চুক্তি করা সত্যিই কী এতো অবাস্তব (আমাদের রাজনীতিবিদরাই তো বলেন, রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই) ছিল! আওয়ামীলীগ কী সত্যি সত্যি এতোদিন ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শকে ধারণ করে এসেছে? উত্তর তো আমাদের জানাই আছে। তবে এতো হা-হুতাশ কীসের তরে? এখন দেখার বিষয়, **বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ কবে তার নাম পরিবর্তন করে খেলাফত আওয়ামী মুসলিমলীগ ঘোষণা করে?**

আওয়ামীলীগের এই ধর্মনিরপেক্ষতার খোলস পাল্টানোর ইতিহাস দেখতে হলে আমাদেরকে বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই। কিছুদিন আগেইতো ঢাকার সাবেক মেয়র (মরহুম) হানিফ আওয়ামীলীগকে তার মূলনীতি (ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কিত মূলনীতিগুলি) পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন (স্বাধীনতার পর থেকেই আওয়ামীলীগের ইসলামি মৌলবাদ বিকাশের কর্মকাণ্ডের বিবরণ লেখতে গেলে মহাকাব্য লেখা যাবে)। তখন কিন্তু দলের উচ্চপর্যায় থেকে তেমন কোনো বিরোধিতা করা হয়নি (এর মানে কী); বরং অনেকেই (উচ্চপর্যায়ের নেতৃবৃন্দ) মৌনব্রত পালন করেছিলেন। এখন কী বলা যায় না, জীবিত থাকতে হানিফ উচ্চপর্যায়ের প্রাচল সমর্থন পেয়েও, যা করে যেতে পারেননি, তাঁর মৃত্যুর পর পরই দলের উচ্চপর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সেই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করে ফেললেন, সেক্রেটারি জলিল সাহেবকে দিয়ে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। একাত্তরের পর বঙ্গবন্ধু ইসলামি ফাউন্ডেশন গড়ে তুলে দেশে ইসলামিইজমের বীজ বপন করলেন। সামরিক শাসক জিয়া সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা খারিজ করে দিয়ে ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতির দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন, এরশাদ রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করলেন (বুঝি না রে ভাই, রাষ্ট্রের আবার ধর্ম কী? রাষ্ট্রের যদি ধর্ম থাকতে হয়, তবে নদ-নদী, গাছপালা, কুকুর-বিড়াল-ছাগল-গরু-উট-দুগা, খাট-পালং-বিছানা-বালিশ-জামা-কাপড়, চেয়ার-টেবিল-বই-পুস্তক-কলম-কাগজ ইত্যাদিরও ধর্ম থাকতে হয়! সেগুলোর ধর্ম নাই কেন? সেগুলোর ধর্ম সাংবিধানিকভাবে কবে ঘোষণা করা হবে?)। তাইতো হাসিনাবিবির ওপর নৈতিক দায়িত্ব রয়ে গেছে, এই দেশে ইসলামের খেদমতে ওনাকেও কিছু একটা করতে হবে। আফটার অল প্রেস্টিজ ইস্যু! (তা, খালেদাম্যাডাম বাদ যাবেন কেন? ওনাকেও তো পরহেজগার পাক্সা মুমিন হতে হবে বা দেখাতে হবে। নইলে যে, মান-ইজ্জত আর থাকে না) এটা হয়তো সেই খেদমতি কিংবা আবার শেখ হাসিনার তরফ থেকে আওয়ামীলীগের মাধ্যমে বাংলাদেশের আধদামড়া জনগণের প্রতি ইংরেজি নববর্ষের তোফা। যাই হোক না কেন, তবে আশা প্রকাশ করতে পারি, **অদূর ভবিষ্যতে আওয়ামীলীগের মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্য জনসভায় ভাষণ দিতে গেলে, নিজেদের মু-স-ল-মা-ন প্রমাণ করার জন্য যার যার খণ্ডনা করা দেখিয়ে ভাষণ শুরু করবেন!! আমরা সেই দিনের প্রত্যাশায় রইলাম।**

আমাদের দেশের কিংকর্তব্যবিমূঢ় জনগণের প্রতি :

১) তথাকথিত ভদ্র সুশীলসমাজের অধিপতি, যারা এ্যামিবার মতো প্রতিনিয়ত এক আকৃতি থেকে অন্য আকৃতিতে বদলায়, তাদের ওপর আর ভরসা করা নয়।

২) শাসকগোষ্ঠীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যারা নপুংসক ও পরজীবী (ওরফে বুদ্ধিজীবী) তারাই সব সময় সব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পিছনে থেকে ক্ষমতার দুধ-ঘি আস্বাদন গ্রহণ করেছে।

৩) দুই একজন হাতেগোনা ভিন্নমতালম্বী কিংবা মুক্তচিন্তক (উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের হুমায়ুন আজাদ, আহমেদ শরীফ, আরজ আলী মাতুব্বর), যারা সব সমাজেই বিদ্যমান; তাদেরকে প্রতিটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীল মুখের দল, অজ্ঞানী ক্ষমতাপ্রদররা এবং তাদের তৈরি করা পেটোয়া বাহিনী দ্বারা নানা সময়ে হুমকি-ধামকি প্রদান করা, দৈহিক অত্যাচার করা, জখম করা, বিষ পান করানো অথবা আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে।

৪) আমাদের দেশে যারা ডান, বাম, মধ্যম, অতি ডান বা অতি বাম রাজনীতি করেন, তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান এতো অদূরদর্শি, শিশুসুলভ ও সামন্ততান্ত্রিক যে, আমরা আমজনতা সব সময়ে তাদের রাজনৈতিক জ্ঞানের ব্যবহারিক পরখের ভুক্তভোগী। আমজনতা মরলে ক্ষমতাপ্রদরদের কী আসে যায়? কিচ্ছু না। নির্মম সত্যি কথা হলো, আমজনতার রক্ত নিয়ে ছলি খে লাই হলো ক্ষমতাপ্রদরদের ক্ষমতায় যাওয়ার চূড়ান্ত সিড়ি; এ কথা সবারই জানা, এমন কী আমাদের রঙিলা বুদ্ধিজীবীদেরও ভালো করে জানা আছে।

৫) বাংলাদেশের রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি-সংস্কৃতি নিয়ে যারা আলোচনা-সমালোচনা করেন, এমন কী যারা ডান ও বাম ও মধ্যমপন্থী রাজনীতি করেন, তারা সকলেই জানেন যে **আমেরিকা হলো বিশ্বসম্রাজ্যের গডফাদার এবং তারা কোনো ভাবেই চায় না যে, আমাদের মতো গরীব দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুস্থিরভাবে কয়েম হোক।** সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তো তারা গত শতাব্দীর শেষের দিকে পৃথিবীর সবদেশেই কীভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে, যা সবারই জানা। তারা এককেন্দ্রিক পৃথিবীতে এখন তৃতীয়বিশ্বের দেশগুলোকে মধ্যযুগে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এদের বর্তমান লক্ষ্য ধর্ম নামক আফিমের ব্যবসা করে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের সাথে মানুষের যুদ্ধ লাগিয়ে তাদের অর্থনৈতিক শোষণ দীর্ঘমেয়াদি করা, দখলকৃত দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করা। বাংলাদেশে আমেরিকার সোল এজেন্ট হলো আওয়ামীলীগ, বিএনপিসহ সকল ধর্মীয় পাটিগুলো।

৬) আমেরিকা, আমাদের দেশে একাত্তরসালে স্বাধীনতা চায় নি তা কার না জানা আছে; আর তারই ধারাবাহিকতার রেশ ধরে তাদেরই তল্লিপবাহক আওয়ামীলীগ, বিএনপি ও সকল উগ্রধর্মীয়পাটিগুলোকে তাদের সেবাদাস বানিয়ে রেখেছে। ওরা রাতে একসাথে দেশের বারটা বাজার প্ল্যান তৈরি করে আর দিনের বেলায় একে অপরকে বিভিন্ন নাম নিয়ে গালিগালাজ করে। কার সোনা (?) কে নিয়ে গেল, এই নিয়েই জাতীয় সংসদ উত্তপ্ত!!

৭) আমাদের দেশে যাদের অল্পই চোখ-কান খোলা রেখে চলা ফেরা করে, তারা সবাই জানে যে যারাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে মূলসমস্যা নিয়ে বলতে গেছে, প্রতিবাদ করেছে, তাদেরকে পিছন থেকে আমেরিকার মদদে হত্যা করা হয়েছে।

৮) আফসোস!! আজও অনেকেই আওয়ামীলীগকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি মনে করেন। তথাকথিত আওয়ামী বুদ্ধিজীবী, বিএনপি বুদ্ধিজীবীরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল; এদের বর্তমান কার্যকলাপ দেখে মনে হয়, আসলেই

তারা করেছিল কী, না কী সুযোগসন্ধানী হয়ে মুক্তিযোদ্ধা সেজেছিল সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ রয়ে গেছে। অধ্যাপক হুমায়ন আজাদ বলেছিলেন, যে একবার রাজাকার সে চিরকালই রাজাকার। আর যে একবার মুক্তিযোদ্ধা সে চিরকাল মুক্তিযোদ্ধা নয়।

(৯) আমেরিকা কিছুদিন হলো ভারত ও চীনকে নিয়ে ডুয়েল খেলা শুরু করেছে। কিন্তু গত ত্রিশবছর ধরে একই ধরনের ডুয়েল খেলা খেলেছে আমাদের এইদেশে তল্লিবাহক আওয়ামীলীগ ও বিএনপি'র সাথে। ডুয়েল খেলা খেলার ছলে পেছন থেকে মধ্যযুগের বর্বর পিশাচ মোল্লাগোষ্ঠিকে দুধ-কলা দিয়ে পোষে বড়ো করেছে। হয়তো বেশি দূরে নয়, সদ্য 'বাংলাভাই' নাটকের অসফল পরিসম্পত্তির পর আবার নতুন কোনো ভাইয়ের আবির্ভাব ঘটবে, এই সোনার বাংলায়। আমেরিকা এই এককেন্দ্রিক বিশ্বে তার ষোল কলা পূর্ণ করবে, যে করেই হোক।

সুতরাং আমাদের দুর্বল কিন্তু দুঃসাহসী বাঙালিজাতিকে ওই সকল ভন্ডসাপু-রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে সাবধান হতে হবে। গণমাধ্যমগুলির চোখধাঁধানো খবরে না হারিয়ে গিয়ে, এখনই জাতিকে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কোন পথে যাবো? আমাদের নেতৃত্ব আমাদেরই খুঁজে নিতে হবে। আর কাল বিলম্ব নয়, ইতোমধ্যে আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে।

সবাইকে ধন্যবাদ এবং ইংরেজি নববর্ষের শুভাচ্ছা।



মাহবুব সাঈদ : সুইডেন প্রবাসী লেখক।